হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

সূর্যদেবের বন্দি

আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

সূর্যদেবের বন্দি

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

সূর্যদেবের বন্দি

পেরুর কালাও বন্দরে— থানায়...
দক্ষিণ আমেরিকা
কালাও
প্রশান্ত মহাসাগর
অতলান্তিক মহাসাগর

কে ? ক্যাপ্টেন হ্যাডক আর টিনটিন ? ইন্টারপোল এঁদেরই কথা বলেছিল বটে ! ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও ।

আপনাদের বন্ধুকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং আপনাদের বিশ্বাস তিনি পাচাকামাক জাহাজে বন্দি, এই তো ?
হ্যাঁ ।

তা হলে পাচাকামাক জাহাজ বন্দরে ভেড়া মাত্র আমরা জাহাজে হানা দিয়ে আপনাদের বন্ধুকে উদ্ধার করব । এখন কথা হচ্ছে...

!
?
?

একজন রেডইন্ডিয়ান ! পালাচ্ছে । আমাদের ওপরে নজর রাখছিল ।

কী যে বলেন !
ঠিকই বলছি । লোকটা ওই জঙ্গলে লুকিয়েছে ।

তা কী এল-গেল ? আমরা তো কোনও গোপন কথা বলছিলুম না !

আসুন, এই স্থানীয় পানীয় পিস্কো খেয়ে আপনাদের বন্ধুর স্বাস্থ্য কামনা করা যাক ।

মিনিট কয়েক বাদে...
পিস্কো অতি চমৎকার জিনিস। খেয়ে আমার মনে হচ্ছে, কিচ্ছু চিন্তা নেই, ক্যালকুলাসকে ঠিকই উদ্ধার করতে পারব।
তুমিও একটু চাঙ্গা হও দিকিনি।
মনে হচ্ছে, এখানেও আমাদের শত্রুর অভাব নেই।
সব শত্রুকে ফিনিশ করে দেব। এখন এসো, এই কিম্ভূত জন্তুটিকে একটু আদর করা যাক।
ওরে আমার ছোট্ট লামা, দুষ্টু চাঁদু, মিষ্টি মণি...
আমাকে একটু আদর করলেও তো হত!
হুঁশিয়ার, সেনর...
কেন, আমি কি তোমার লামাটিকে খেয়ে ফেলব নাকি?
ও আমার ছোট্ট লামা, দুষ্টু লামা, মিষ্টি লামা...
এইরকম করে।
ওরে ব্বাবা...
এ তো দেখছি মহা পাজি জন্তু!

এত মুষড়ে পড়লে কেন ক্যাপ্টেন ?

হোটেল ক্রিস্টোবল
কোলন । বুয়েনো...

পরদিন সকালে...
রিরিরিং

টিনটিন বলছি...সুপ্রভাত চিফ ইনস্পেক্টর...অ্যাঁ, পাচাকামাকের দেখা মিলেছে ?
চমৎকার, এখনই যাচ্ছি আমরা ।

মিনিট কয়েক বাদে...
ওই তো চিফ ইনস্পেক্টর !

কিন্তু...কিন্তু ওরা কারা ?
আরে, জনসন আর রনসন । ওই বৃদ্ধ দুটো কোত্থেকে এল ?

ওই আপনাদের দুই বন্ধু !

কী ব্যাপার ? আপনারা কোত্থেকে ?
প্রোফেসরকে খুঁজে বার করবার ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে এঁরা ছুটে এসেছেন ।

পাচাকামাক জাহাজ কোথায় !
ওই তো, দেখুন !

হ্যাঁ, তা-ই বটে ! এখন ক্যালকুলাস ওর মধ্যে থাকলে হয় !

ওমা, এ কী !
?

হলুদ পতাকা ! তার মানে জাহাজে কারও ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে ।
যাব্বাবা, তা হলে ও-জাহাজে যাব কী করে ?
ডাক্তার না-বলা পর্যন্ত কাউকে যেতে দেবে না ।
ওই যাচ্ছে ডাক্তারের লঞ্চ...
ডাক্তার না-ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক
?
এই গুয়ানো-বস্তুটা কী, বলো তো ?
এই গুয়ানো হচ্ছে...মানে গুয়ানো হচ্ছে...
ঝপ !
হ্যাঁ, এই হচ্ছে গুয়ানো ।
আমার টুপিটা নোংরা হল, আর তুমি হাসছ ?
ঝপ !
ক্যাপ্টেন, জাহাজে আরও পতাকা ওঠানো হচ্ছে !
!
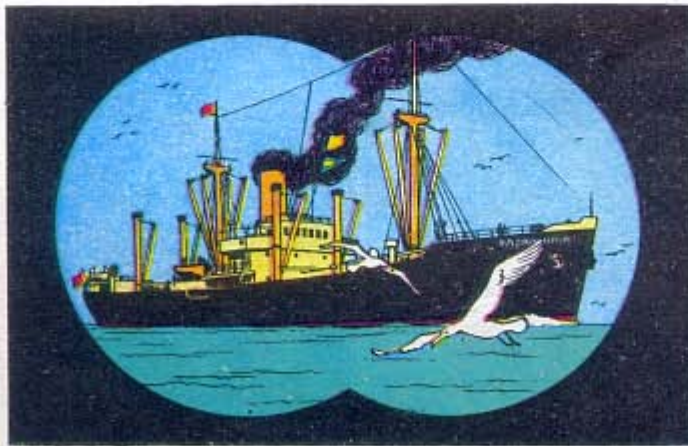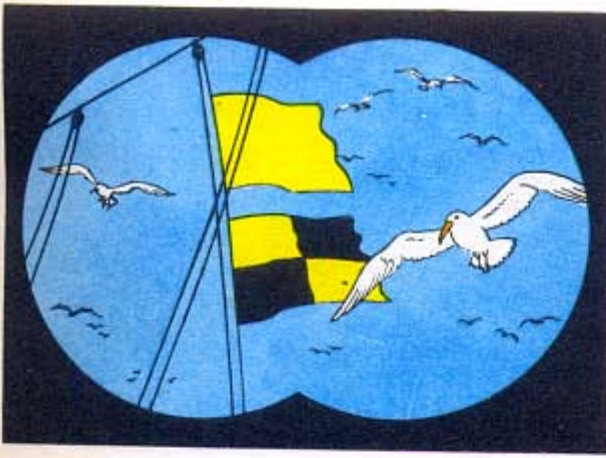
যাচ্চলে, জাহাজটাকে তো কোয়ারান্টাইন করা হবে !

কোয়ারান্টাইন খুব মজার ব্যাপার বুঝি ?
যাত্রীদের কারও ছোঁয়াচে রোগ হলে কিছুদিনের জন্য সেই জাহাজকে আলাদা করে রাখা হয়, তাকেই বলে কোয়ারান্টাইন করা ।

ডাক্তারের লঞ্চ ফিরে আসছে!

কী খবর ডাক্তারবাবু ?
পীতজ্বর দেখা দিয়েছে । সেইজন্য তিন হপ্তার কোয়ারান্টাইনের হুকুম দিয়েছি ।

শুনলেন ? তবে তো ও-জাহাজে এখন ওঠা যাবে না ।
হুম । আচ্ছা এই ডাক্তারটি কি রেডইন্ডিয়ান ?

বিলক্ষণ । কী করে বুঝলেন ?
চেহারা দেখে ।

খানিক বাদে...
তিন হপ্তা এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে ?

মোটেই না । আজ রাত্তিরেই হানা দেব ।
হানা দেবে ? কোথায় !

ওই পাচাকামাক জাহাজে ।
সে কী, তোমারও তো তা হলে পীত জ্বর হতে পারে !

আমার বিশ্বাস, পীত জ্বরের কথাটা স্রেফ ধাপ্পা ।

কিন্তু ডাক্তার যে বলল...
ডাক্তার নিজেই যে কিচুয়া উপজাতির রেডইন্ডিয়ান, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

সেই রাত্তিরে...

আর এগোনো ঠিক হবে না... বাকি পথ সাঁতার কেটে যাব !
জলের মধ্যে হাঙর থাকতে পারে !

আমার ধারণা, হাঙররাও এখন ঘুমোচ্ছে ।
বেশ, তা হলে যাও...

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেও যদি আমি না ফিরি তো পুলিশে খবর দিয়ো ।
সবসময়ে হুঁশিয়ার থেকো !

নাঃ, ছেলেটা সত্যি দারুণ সাহসী ।

কেউ দেখে না ফেলে !

!!
কে যায় ?

কে যায় ?

সর্বনাশ, এদিকেও লোক !

এই কেবিনে ঢুকে পড়ি।

যাক, লোকটা আমাকে দেখতে পায়নি !

কীসের যেন শব্দ পেলুম চিকিটো ?
এই বেড়ালটার !

যাক, বেড়ালের ওপর দিয়ে গেল !

যাক, লোকটা আমাকে দেখতে পায়নি !

ঘরর
ঘরর
!

নাক ডাকিয়ে কেউ ঘুমোচ্ছে।
সরে পড়া দরকার।

আরও পশ্চিমে... আরও পশ্চিমে।

এ-কথা মাত্র একজনই বলতে পারেন। তিনি...

কাথবার্ট ক্যালকুলাস !

প্রোফেসর ! প্রোফেসর ! আমি টিনটিন ! শিগগির উঠে পড়ুন !
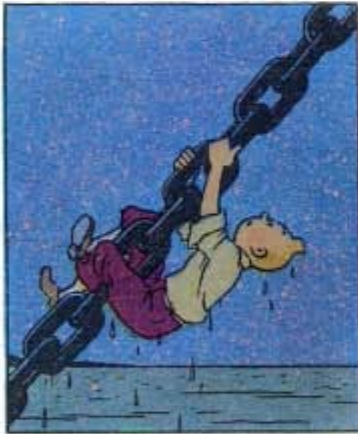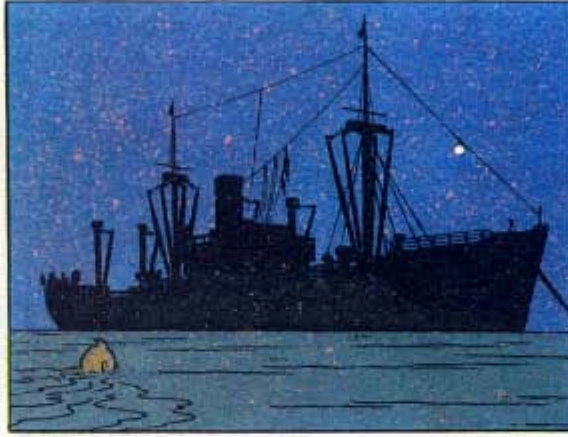
নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে !
ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলেন ! ওটা কী ?
সেই মমির হাতের বালা !
হ্যাঁ, রাসকার কাপাকের বালা !
?
এ কী, চিকিটো না ?
হ্যাঁ !
ক্যালকুলাসকে আটকে রেখেছ কেন ?
মমির বালা পরে ও পাপ করেছে । ওকে মারব । তোমাকেও ছাড়ব না !
আলোঙ্গো
থামো ! থামো !
আর-একজন !
পালাতে হবে !
দাঁড়া শয়তান !
?
দুম
দুম
?

টিনটিনকে গুলি করে মারছে ওরা !

একবার তোদের কাছে পৌঁছতে পারলে হয় !

সবকটার খুলি উড়িয়ে ছাড়ব ।

?

ভৌ ! ভৌ !
যাচ্চলে !

ভৌ ! ভৌ !
ভৌ-ভৌ করে মাথা ধরিয়ে দিল !

ওই তো টিনটিন!
দুম
দুম
ভৌ !

শিগগির উঠে এসো ! গুলি লাগেনি তো ?
না । কিন্তু তাড়াতাড়ি দাঁড় টানো ।

ক্যালকুলাসকে দেখলুম । মমির বালা পরবার জন্য তাঁকে ওরা মেরে ফেলবে ।

পুলিশে খবর দেওয়া দরকার ।

তুমি থানায় যাও । আমি এদিকে নজর রাখছি ।

আজ রাতে আর ঘুম হবে না, কুট্টুস ।
সে আমি জানি !

জাহাজ থেকে ডিঙি নামাচ্ছে । ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি ফিরে এলে হয় !

এখান থেকে ফোন করব ।

থানা থেকে বলছি ।...চিফ ইনস্পেক্টর ঘুমোচ্ছেন ।...না, তাঁকে ডাকতে পারব না ।

ডাকতেই হবে । দারুণ বিপদ !

যতই চেঁচান, ভোর চারটেয় তাঁর ঘুম ভাঙানো সম্ভব নয় ।

ঘুম ভাঙিয়ে দিন । এখনই । যাঃ, লাইন ছেড়ে দিল !

ক্যাপ্টেন যখন পুলিশ খুঁজছে...
জাহাজ থেকে ডিঙিও আসছে। কে আসছে ওই ডিঙিতে ?
জনসন আর রনসনকে ডাকা যাক...
রিরিরিং...
রিরিরিং...
রিরিরিং...
টেলিফোন বাজছে না ?
তাই তো মনে হচ্ছে।
ওরা ক্যালকুলাসকে বয়ে আনছে !
রিরিরিং...
টেলিফোনটা ধরো !
কী করে ধরব, আমি ঘুমোচ্ছি না ?
সাড়া দিচ্ছে না কেন ?
রিরিরিং...
ঘুমোচ্ছ তো কথা বলছ কী করে ?
ঘুমের মধ্যেই আমি কথা বলি !
ফোন ধরছে না ! আচ্ছা পাজি তো !
এবারে আমি ধরছি, পরের বারে তুমি ধরবে !
রিরিরিং...
রিরিরিং...
কে ? জনসন ?... আমি ক্যাপ্টেন হ্যাডক। যা বলছি শোনো...
কে ?... হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি... ক্যালকুলাস ?...কোথায় ? অ্যাঁ, আচ্ছা এখনই আসছি...
আধঘণ্টা বাদে...
এতক্ষণে কী হয়েছে কে জানে !
ওই তো আমাদের নৌকো...কিন্তু টিনটিন কোথায় গেল ?

টিনটিন !
টিনটিন !
টিনটিন !

নেই ! কোথায় গেল ? পায়ের চিহ্ন খোঁজো ।

খুঁজছি, কিন্তু...
পাওয়া গেলে হয় !

এই তো পায়ের ছাপ !

আরও ছাপ ! অনেক মানুষের পায়ের ছাপ । ঘোড়ার...না না, লামার পায়ের ছাপ ।

আমার পেছন-পেছন এসো ।

এইদিক দিয়েই গেছে !

আমাদের কেউ ফাঁদে ফেলছে না তো ?
আমরা দু' দলে ভাগ হয়ে বরং দু' দিকেই যাই !

তিনজন লোককে দু' ভাগ করব কী করে ? এক-এক দলে দেড়জন করে থাকব ?
তাও তো বটে ! তা হলে ?

তোমরা তোমাদের দিকে যাও, আমি আমার দিকে যাচ্ছি । দেখি কী হয় ! শুধু চোখ খোলা রেখো ।

খোলাই তো রেখেছি ।
বিলক্ষণ । যাব্বাবা !

BLIND
CORNER
২

ঘণ্টা কয়েক বাদে...

এমন কাউকে এ-পথ দিয়ে যেতে দেখেছ, যার সঙ্গে একটা কুকুর ছিল ?

?
নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

টিনটিন ! তোমাকে চিনতেই পারিনি ! ছদ্মবেশ ধরেছ কেন ?
বলছি ।

জাহাজ থেকে ক্যালকুলাসকে ডিঙিতে করে তীরে আনে, তারপর লামার পিঠে তাকে চড়িয়ে এদিকে যায় । দূর থেকে আমি পিছু নিই...

সান্টা ক্লারা শহরে এই টুপি আর জামা কিনি । কাছে গিয়ে দেখি, ওরা স্টেশনে এসে জাউগার টিকিট কিনছে...
ক্যালকুলাস কেমন আছে ?

ক্যালকুলাসকে সম্ভবত ওরা কোনও ওষুধ খাইয়েছে । ঝিমোতে-ঝিমোতে হাঁটছিলেন। সবাই ট্রেনে উঠল । আমার সঙ্গে টিকিট কাটবার পয়সা ছিল না । তাই ট্রেনে উঠতে পারিনি ।

তা হলে কি পরের ট্রেন ধরব ?
নিশ্চয় । কিন্তু পরের ট্রেন কাল ছাড়বে ।

পুলিশ কোথায় ?
ঘুমোচ্ছে । ওদিকে জনসন আর রনসন তোমাকে খুঁজছে ।

দু' দিন বাদে...
আমাদের সিট তো একেবারে শেষের কোচে, তাই না ?
হ্যাঁ, সেনর ।

মনে হচ্ছে ট্রেনে ভিড় হবে ।
ভাগ্যিস, আগে এসেছি !
না, না, তা সম্ভব নয় ।
তাঁর হুকুম অমান্য করলে কী হয়, জানো ।
আধ ঘণ্টা বাদে...
কু-উ-উ-উ
ব্যাপার কী, এত ভিড়, অথচ
আমাদের কামরাটা ফাঁকাই রইল !
রিজার্ভড
তোমাদের যাত্রা শুভ হোক ।
ঘণ্টা কয়েক বাদে...
দাঁড়াও, কামরাটা একবার ঘুরে দেখি !
গোটা কামরায় শুধু আমরা দু'জন ।
গাইড-বুক কী বলছে জানো ?
১০৮ মাইল পথ পাড়ি দিতে
আমাদের ১৫,৮৬৫ ফুট উঠতে
হবে । পৃথিবীতে আর কোথাও
নাকি এত উঁচুতে রেলগাড়ি নেই ।
হ্যাঁ, ক্রমেই ওপরে উঠছি !
স্পিড হঠাৎ কমে গেল।
বোধহয় স্টেশন আসছে।
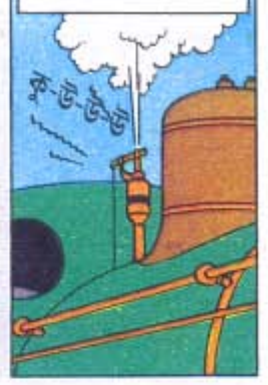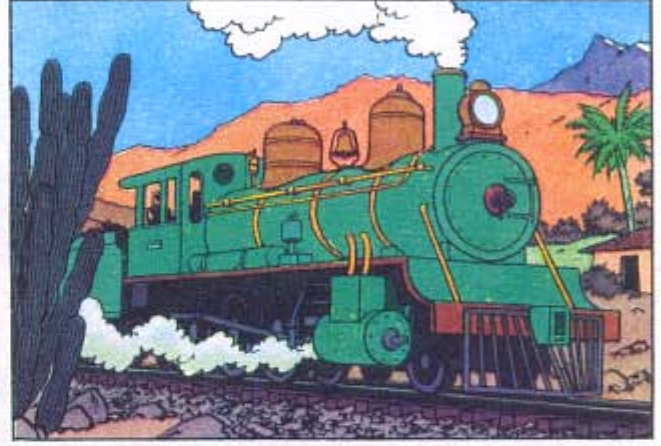
ক্যাপ্টেন, নেমে পড়ো। কাপলিং ছিঁড়ে আমাদের কামরা এখন উলটো পথে নেমে যাচ্ছে!
নামো!
এবারে আমার পালা!
যাচ্চলে। কুট্টুসকেই ভুলে গিয়েছিলুম!
ব্যাপার কী, টিনটিন নামল না কেন?
কুট্টুস! কুট্টুস!
উঃ।
কুট্টুস! কুট্টুস!

এখনও ঘুমোচ্ছে !
শিগ্‌গির আয় !
?
দেরি হয়ে গেছে ।
মারা পড়ব ।
ইমার্জেন্সি ব্রেক ।
ঘোরালেই গাড়ি...থামবে ।
!
!
খুলে এল । নিশ্চয়ই কারও
কারসাজি !
কী করব এখন ?
সামনে নদী...ঠিক হয়েছে...আয় কুট্টুস ।
ঝাঁপিয়ে পড়ব ! হুঁশিয়ার !

টিনটিন !... কোথায়?
?
ঝড়াক
ঝাং
দ্যাখ, গাড়িটাও উলটে পড়ে যাচ্ছে !
!
ভাগ্যিস, বেরিয়ে এসেছিলুম !
তা আর বলতে !
গা মুছে ক্যাপ্টেনের খোঁজ করতে হবে !
আয় কুট্টুস !
একটু হাঁটলেই ক্যাপ্টেনকে পেয়ে যাব !
কোথায় গেল ক্যাপ্টেন ?
জখম হয়নি তো ?
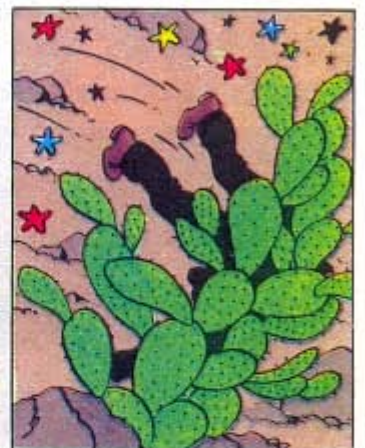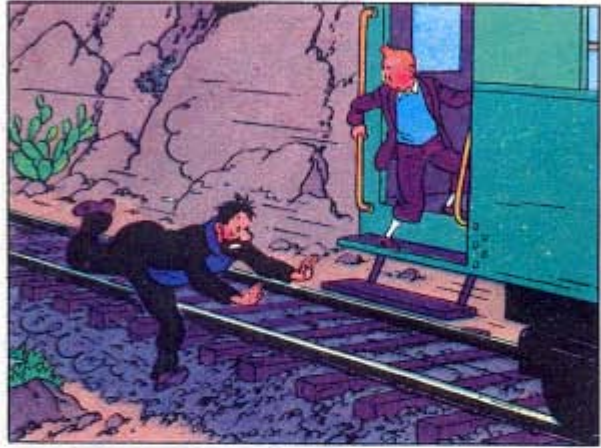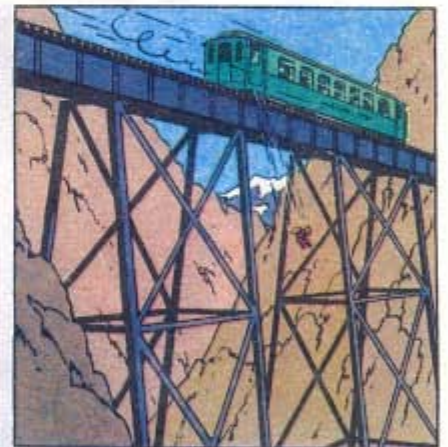
হুর্‌রে !
হুররে !
গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি ।
!!!!!!
কোথায় যাচ্ছ ? দাঁড়াও ।
ওই কোচে আপনারাই ছিলেন বুঝি ? খুব বেঁচে গেছেন !
পরের স্টেশনের আমি স্টেশন মাস্টার । গাড়ি আসতে দেখি, একটা কোচ নেই । এ-লাইনে এই প্রথম দুর্ঘটনা ঘটল ।
দুর্ঘটনার মূলে রয়েছে হত্যার চক্রান্ত ।
সে কী ! চক্রান্ত ! কী বলছেন ?
ঠিকই বলছি । যাকগে, আমরা জাউগায় যাব । দয়া করে তার ব্যবস্থা করে দিন ।
ঘন্টা কয়েক বাদে, জাউগায়...
চশমা-পরা ছোট্টখাট্টো লোক, মুখে দাড়ি ?... হ্যাঁ, দেখেছি । সঙ্গে জনাকয় রেডইন্ডিয়ান ছিল, তাই না ?
ওই রেডইন্ডিয়ানদের হাতেই তিনি বন্দি ।
সে কী ! আমার তো মনে হল, তিনি স্বেচ্ছাতেই তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন ।
তাঁকে ওষুধ খাইয়ে বশ করা হয়েছে ।
বটে ! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার দেখা লোকটি ঢ্যাঙা, তা ছাড়া তাঁর মুখে দাড়িও ছিল না ।
কিন্তু একটু আগেই তো আপনি বললেন...
ভুল বলেছিলুম । আচ্ছা, আজ তা হলে আসুন ।
!
!
ব্যাপার কী ? মনে হচ্ছে লোকটা ভয় পাচ্ছে । ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছে না ।
POLICIA
দু'জনে দু' পথে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি, কেমন ?
বেশ তো । ঘণ্টাখানেক বাদে স্টেশনের বাইরে আবার দেখা করব ।

বেঁটে, দাড়িওয়ালা, চশমা-পরা কোনও লোককে দেখেছেন ?
না ।

বেঁটে, দাড়িওয়ালা, চশমা-পরা লোককে দেখেছেন ?
না ।

দেখেছেন ?
না ।

মনে হচ্ছে, 'না' ছাড়া অন্য কোনও শব্দই এরা জানে না ।

?
ভিক্ষে দিন, বাবা !

না !
?

ওদিকে...
খালি 'না' আর 'না' । মনে হচ্ছে এরা জানে, স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছে !

কমলালেবুওয়ালাকে জিজ্ঞেস করা যাক !
ও পাজিটাও 'না' বলবে ।

দাঁড়াও, জোরিনোর পেছনে লাগা যাক !

হা। হা।
হা। হা।

হা। হা।
হা। হা।

কী রে, কী খুঁজছিস ?
উঃ। উঃ।

জন্তু ।

ওইটুকু ছেলের পেছনে
লাগতে লজ্জা করে না ?
?
ভারী দরদ দেখছি !
দাঁড়া পেড্রো, আমিই ওকে
উচিত শিক্ষা দিচ্ছি !
এই নে !
এই নে !
এই নে !
সরে এসো !
এইবার তোকে খতম করব !
গেছি রে !
বড্ড লেগেছে বুঝি ?
!
বাবা রে !
মা রে !
ভৌ !
ভৌ !
এদিকে আয়, কুট্টুস।
কিন্তু ক্যালকুলাসকে
খুঁজে পাব কী
করে ?
এদিকে একবার শুনুন !
?
?

এদিকে তাকিয়ো না...
জুতোর ফিতে বেঁধে নাও !

তোমাদের বন্ধু কোথায় বন্দি, আমি জানি । কাল ভোরে বন্দুক নিয়ে ইন্‌কা ব্রিজে এসো ।

কথাটা কে বলল ?

বন্ধু ? না শত্রু ?

শুনুন, সেনর...
?
?

রেডইন্ডিয়ান ছোট্ট ছেলেকে আপনি সাহায্য করেছেন । আপনি ভাল । আপনি সাহসী !
কিন্তু আপনি কে ?

আমি খাঁটি কথা বলি । বন্ধুর সাহায্যে গেলে আপনারা বিপদে পড়বেন।
কী করে জানলেন ?

আমি জানি । রেল-দুর্ঘটনায় বেঁচেছেন, কিন্তু এবারে বাঁচবেন না ।
তাই বলে বন্ধুকে পরিত্যাগ করব ?

নিতান্তই যাবেন ? তা হলে এটা রাখুন । বিপদে এটা কাজে দেবে ।

ছোট্ট একটা চাকতি ।

!

পরদিন ভোরে...
ব্যাপার কী, কারও তো দেখা নেই ।

শ্‌শ্‌শ...শ্‌শ্‌শ...
!
!

চটপট এদিকে আসুন ।
বন্দুক রেডি রেখো ।

আরে, এ তো সেই লেবুওয়ালা ছেলেটা ।

কী ব্যাপার ?
দেওয়ালের আড়াল থেকে আমিই কথা বলেছিলাম । জানতে পারলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে । আসুন...

ব্রিজ পেরিয়ে অপেক্ষা করুন...এখনই আসছি...

কোথায় গেল ছেলেটা ?
কী জানি ! অপেক্ষা করতে বলল ।

যাচ্চলে । দু'-দুটো লামা !
জিনিস বইবার কাজে লাগবে । দূরের পথ ।

তাই বলে দু'-দুটো লামা নিয়ে হাঁটতে হবে ? অসম্ভব !
খুব নিরীহ প্রাণী, সেনর, ভয়ের কিছু নেই ।

ভয় ? আমি দৈত্য-দানোকেও ভয় পাই না । বরং এমন কটমট করে তাকাব যে, লামাই ভড়কে যাবে ।

এই দ্যাখো !

ওরে বাবা রে !

পাজি !
মারবেন না, সেনর !

লামা যখন রেগে যায়...
রাগলেই এইভাবে জল ঢালতে হবে ? ছিঃ !

আর সময় নষ্ট না করে এবারে এগোনো যাক । ...কী নাম তোমার ?
জোরিনো ।

আমাদের বন্ধুকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে ? তাঁর কথা বলতে সবাই এত ভয়ই বা পাচ্ছে কেন ?
সূর্যদেবের মন্দিরে তিনি বন্দি । ভয় তো পাবেই ।

কার ভয় ?
ইন্‌কার ভয় । তাঁর অভিশাপের ভয় ।

ইন্‌কা ? সূর্যদেবের মন্দির ? এ যে অবিশ্বাস্য ।
সাদা লোকেরা তা-ই ভাবে বটে !

জোরিনো, তুমি ইন্‌কাকে ভয় পাও না ?
আপনার সঙ্গে থাকলে পাই না ।
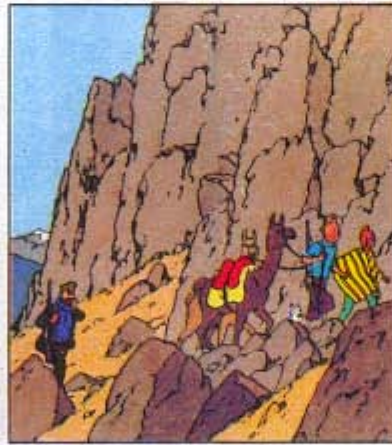
সেদিন সন্ধ্যায়...
পুরনো ইন্‌কা-সমাধি । রাত্তিরটা এখানেই কাটাব ।

পালা করে ঘুমোতে হবে । তোমরা ঘুমোও, আমি জেগে আছি । মাঝরাত্তিরে তুলে দেব ।
বেশ ।

মাঝরাত্তিরে আমাকে ডেকে দিয়ো কিন্তু...
নিশ্চয় । এখন ঘুমিয়ে পড়ো ।

শুভরাত্রি জোরিনো ।
শুভরাত্রি সেনর টিনটিন ।

ওরেব্বাস ! চারাগাছে মড়ার খুলি !

এই যে সেনর ইন্‌কা, বন্দুকের লাইসেন্স আছে ?

লাইসেন্স ? ম্লেচ্ছ কথা ! ইন্‌কা তোমাকে পুড়িয়ে মারুন !

বাপ্ রে, কী দুঃস্বপ্ন !
কিন্তু ভোর হয়ে গেছে !
!

ক্যাপ্টেন মাঝরাত্তিরে ডাকেনি কেন ? জোরিনো কোথায় ?

ক্যাপ্টেন ! জোরিনো !

...ওরিনো !
...ওরিনো !
প্রতিধ্বনি ! কোথায় গেল ওরা ?
বোধ হয় ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে !

লক্ষণ ভাল নয় ! বন্দুকটা নিয়ে আসি !

এ কী, বন্দুকটা কোথায় গেল ?

জোরিনোর টুপি !

ভৌ ! ভৌ ! ভৌ !
?

কুট্টুস কিছুর খোঁজ পেল নাকি ?
ভৌ ! ভৌ !

!!!

ব্যাপার কী ক্যাপ্টেন ?
আগে আমার বাঁধন খুলে দাও ।

?

বাবা রে ! গেলুম রে !

পেয়েছি !

ওই অবস্থায় এই গিরগিটিটা আমার জামার মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছিল !
বলো কী !

সাবধান !
যাচ্চলে... ছিড়ে খসে পড়ল ।

ভৌ ! ভৌ !

ভৌ ! ভৌ !

কিন্তু ব্যাপারটা কী হয়েছিল ?
মাঝরাত্তিরে একটা লোক আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করে ! তারপর আমাকে বেঁধে ফেলে ! তারপর আমার জামার মধ্যে একটা গিরগিটি ঢুকিয়ে দিয়ে ! ...জোরিনো কোথায় ?

নিখোঁজ । দুটো লামা, রসদ আর বন্দুকও নিখোঁজ ।
অ্যাঁ, বলো কী !

কী করব এখন ?
প্রথম কাজ হচ্ছে জোরিনোকে খুঁজে বার করা ।

কুট্টুস ! কুট্টুস !
জোরিনোর টুপির গন্ধ শুঁকে বল যে, সে কোন্‌দিকে গেছে ।
এসো ক্যাপ্টেন !
ভৌ! ভৌ!
একটু আস্তে চলো ।
দু' ঘণ্টা বাদে...
ওই তো
আমাদের নীচের পথ দিয়েই যাবে ।
পাকদণ্ডি বেয়ে ওদের ঠিক পেছনে গিয়ে নামব !
নামতে গিয়ে মারা না পড়ি !
বাপ্‌স, এ যে ভীষণ খাড়াই !
ক্যাপ্টেন ! নিঃশব্দে নামো !
বাঁচাও
?
!
?

ক্যাপ্টেন উঠেছে। কিন্তু ধরা পড়বে!

শেষ লোকটাও এগিয়ে গেল!

অত হল্লা কীসের?

টিনটিন কোথায়?
জানি না।

নিশ্চয় জানো। না-বললে মারা পড়বে!
উল্লুক...শুঁয়োপোকা... গণ্ডার...গাধা...

টিকটিকি...হনুমান...গিরগিটি দ্যাখ্, তোদের পেছনেই টিনটিন!
?
?

হাত তোলো।

ক্যাপ্টেন, ওদের অস্ত্র কেড়ে নাও...তারপর জোরিনোর বাঁধন খোলো!

ভয় নেই, জোরিনো!

ঠিক আছে?

যাক, এখন নিশ্চিন্ত।

সেনর...

হুর্‌রে !
এগোও ক্যাপ্টেন, আমি ওদের সামলাচ্ছি !
তোমরা সামনে এগোও ! তাড়াতাড়ি ! এদিকে এলেই গুলি করব !
তাড়াতাড়ি !
যাচ্ছি ! যাচ্ছি !
ডাকাতগুলো পালাচ্ছে ! এবারে ফেরা যাক !
জোরিনো, বিপদে আমরা তোমাকে ভুলিনি !
আমাকে বাঁচিয়েছ ! কুট্টুস কোথায় ?
বেচারা পাহাড় বেয়ে নামতে পারছিল না, তাই ওপরে রেখে এসেছি ।
কুট্টুস !
ভৌ ভৌ !
?
ভৌ ভৌ !
ওঃ, এখান থেকে সবকিছু দারুণ দেখাচ্ছে ।
আরে, একটা শকুন !
!
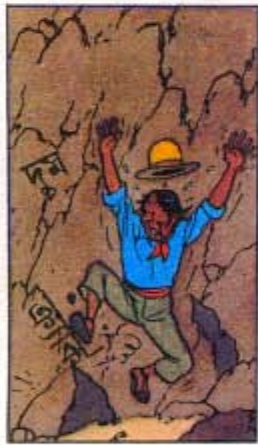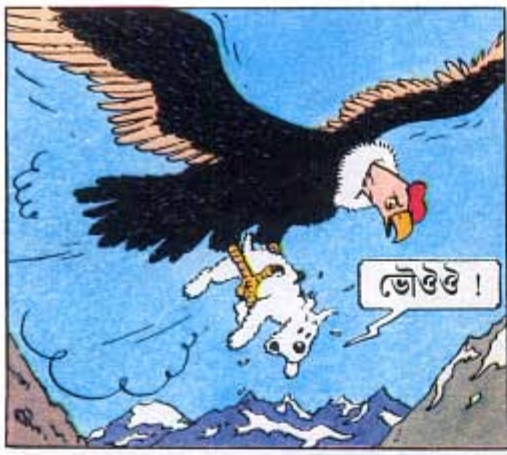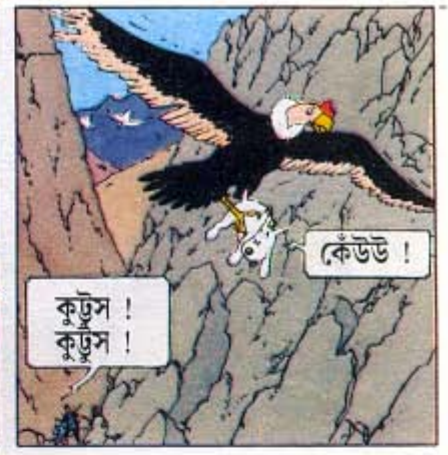
ভৌঔঔ !
যাচ্চলে !
সর্বনাশ । কী করা যায় !
কেঁউউ !
কুট্টুস ! কুট্টুস !
পাখিটা একটা পাথরের ওপরে বসেছে । সাবধান ।
দুম
হুর্‌রে ।
শিগগির একটা দড়ি আর আমার স্কার্ফটা দাও ।
ওখানে যাবে কী করে ?
যেতেই হবে । কুট্টুসকে বাঁচাবই ।
ওখানে যাবে কী করে ?
তুমিও মরবে, ফিরে এসো ।
কুট্টুস...কুট্টুস...
কোনও সাড়া নেই !
ভয় নেই টিনটিন ! পাখির বাসায় দিব্যি আরামে আছি !
!?

যাক, বেঁচে আছে ! এবারে নীচে নামবে !

এত ডাকছিলাম, সাড়া দিচ্ছিলি না কেন ?

ওরে বাবা, পড়ে না যাই !

কেন যে নীচের দিকে তাকালুম ! মাথা ঘুরছে ।

আরে, আর-একটা শকুন । বন্দুক লাও ।

দুম !

!
!
শাঁ-ও ও ও...

ফসকে গেল । আর তো গুলি করাও যাবে না !

টিনটিন, টিনটিন ! দড়ি ছেড়ো না ।

উঃ, আঁচড়ে শেষ করে দিল !

?
বাপ্‌স !

টিনটিন ওই পাখির পা ধরে ঝুলছে !

বাব্বাবা, প্যারাসুটের মতো হয়ে গেল !

বেঁচেছি।

পাজি ! ...গণ্ডার । ...উল্লুক ! বেবুন ! দাঁড়া, তোকে কেটেকুটে আজ কাটলেট বানিয়ে খাব !

খানিক বাদে...

উঃ, কী দেশ রে বাবা ! পদে-পদে ঝামেলা !

আর কত দূর জোরিনো ?
সূর্য-মন্দির অনেক দূর । অনেক পাহাড়, অনেক জঙ্গল পেরোতে হবে...

দিন কয়েক বাদে...

এক সকালবেলায়...

বিপদের জায়গা । কোনও গণ্ডগোল করবেন না । জোরে কথা বললেই বরফের ধস নামবে...
বলিস কী ?

কী ঠাণ্ডা ! হাঁচি পাচ্ছে । হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ...

হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ...

হ্যাঁচ্চো !

গুড়গুড়
গুড়গুড়
ধস নামছে !
?

শিগগির ! আড়ালে দাঁড়াও !
জোর বেঁচেছি, বরফ খুঁড়ে জোরিনোকে বার করতে হবে।
কোথায় গেল লামা, ক্যাপ্টেন ?
নিশ্চয় বরফের তলায় চাপা পড়েছে।
ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন !
চেঁচাবেন না।
ঠিক বলেছ। আবার না ধস নামে।
!
ভৌ ! ভৌ !
নিশ্চয় ক্যাপ্টেনকে খুঁজে পেয়েছে।
খোঁড়ো বরফ !
এই তো !
মরে গেল নাকি ?
জমে যে কাঠ হয়ে গেছে !
!

একটু ব্রান্ডি ঘষলে ফল পাওয়া যেত। ক্যাপ্টেনের পকেটে ব্রান্ডির বোতল থাকে।
পেয়েছি!
দেখি...
?
চলবে!
!!!
?
আরে, খেয়ে নিল যে!
ওই তো দুটো লামা!
হুররে। যাই, লামা দুটোকে ধরে আনি।
যেতে হবে না!
চুপ করো...নইলে আমি হেঁচে-হেঁচে গোটা পাহাড় ধসিয়ে দেব। আমিই ধরে আনব লামা দুটোকে।
কিন্তু...
আয়, আয় শিগ্‌গির।
ওরে লামা, কথা না শুনলে তোদের ছাল ছাড়িয়ে দেব।
এখনও বলছি, আয়!
ক্যাপ্টেন খেপে গেছে!
দ্যাখো, ওরা মাত্র দু'জন।
এবার দুটোকে খতম করব!
আরে, সেই ডাকাতগুলো না?

এই পাজি !
এই গুণ্ডা !
পালা ! নইলে
মেরে ফেলব !
ক্যাপ্টেন
চেঁচাচ্ছে কেন ?
উল্লুক ! বেল্লিক !
গণ্ডার ! গাধা !
চালা
বন্দুক ।
কাছে আসুক ।
আরে, সেই ডাকাতগুলো ।
পালাচ্ছে । কিন্তু ক্যাপ্টেন
বোধ হয় বরফ-চাপা
পড়ল !

সত্যি, ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আর পারা যায় না !

কী, হাড়গোড় ভাঙেনি তো ?... চলো, অনেকটা পথ বাকি !
চলো !

কুট্টুস, কোথায় গেল ? কুট্টুস ! কুট্টুস !

কুট্টুস, তুই কোথায় গেলি ?

ও, বরফ খুঁড়ে ক্যাপ্টেনের টুপি বার করেছিস ?

টুপি পাওয়া গেল...কিন্তু লামা দুটো নিখোঁজ...ওদের পিঠেই ছিল খাবার আর কার্তুজ ।
কার্তুজ চাও ?

এই নাও কার্তুজ ! আমার পকেটে ছিল ।
ভাগ্যিস ছিল ! মোড়কের খবর-কাগজটাও রেখে দাও । আগুন জ্বালাতে কাজে লাগবে ।

বহু ঘণ্টা বাদে...

কাল থেকে শুরু হবে জঙ্গল ।

সূর্য-মন্দির কি ওই জঙ্গলের মধ্যে ?
না । জঙ্গল পেরোলে আবার পাহাড় । এখনও অনেক পথ বাকি।

দুর দুর, হাঁটতে হাঁটতে শেষে পাগল হয়ে না যাই !

আরে, একটা গুহা । রাতটা ওখানে কাটালেই তো হয়!
তা হয়, কিন্তু...

কিন্তু-টিন্তু নয়, আমি চললুম ।

এসো ।

চলে এসো । গুহার মধ্যে দিব্যি রাত কাটানো যাবে ।

আসছ না কেন ? কী হয়েছে ?

কী বলছ, চেঁচিয়ে বলো । শুনতে পাচ্ছি না ।

চেঁচাও । আরও চেঁচিয়ে বলো ।

তোমার পেছনে ভালুক ।

!!!
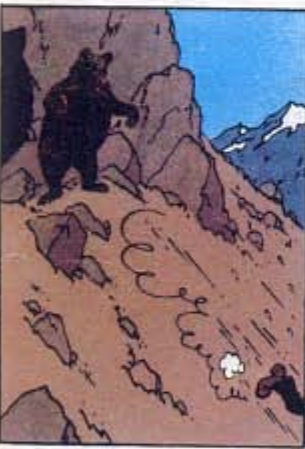
পরদিন সকালে...

কী হল ক্যাপ্টেন ?

মশার জ্বালায় পাগল হয়ে গেলুম !

উঃ, আর পারা যায় না !

হা-হা-হা হা-হা-হা
হা-হা-হা হা-হা-হা
!

হা-হা
হা-হা-হা
কী রে বানর, এত ফুর্তি কীসের !
নীচে নামলে হাসি বার করে দিতুম !
ঝপাস !
!
বানরগুলোকে শাসাতে গিয়ে জলে পড়লুম ।
না, না, কিছু হয়নি ।
যাক্‌ বাঁচলুম ।
বাঁচাও । বাঁচাও।
?
জোরিনোর গলা ।
শিগ্‌গির !
গুড়ুম্‌
খুব বেঁচে গেছ, জোরিনো !
এবারেও আপনিই বাঁচালেন ।
ক্র্যাক ক্র্যাক ক্র্যাক
?
?

ক্র্যাক ক্র্যাক
ক্র্যাক
আমি কি বাসের তলায় চাপা পড়েছি ?
না, না । টাপির ।
টাপিরের ধাক্কায় আপনি পড়ে গেছেন । না না, টাপির মোটেই হিংস্র প্রাণী নয় ।
শুনে খুশি হলুম । কিন্তু এর পরে টাপির দেখলেই আমি গুলি চালাব ।
কী যাচ্ছেতাই জায়গা রে বাবা ! পদে-পদে বিপদ ।
আর তেমনই মশা ।
এখানে রাত কাটানো যেতে পারে ।
বেশ তো...
রাত্রি নেমেছে...
পরদিন, ভোরবেলায়...
ঘড়ঘড়...
ঘড়ঘড়...ঘড়ঘড়... ঘড়ঘড়...
!
বিরক্ত করিস না... ঘুমোচ্ছি কুট্টস...এখন...
?
ওরে বাবা । বাঁচাও ।
!

!
মেরে ফেলব। খুন করব।

শান্ত হও ক্যাপ্টেন, ওটা নেহাতই পিপীলিকাভুক, তোমার গায়ে...
পিঁপড়ে দেখে খেতে এসেছিল।

দিনের পর দিন যায়...

কাছেই বড় নদী-পেরোতে হবে...
কীভাবে? সাঁতরে?
কী মশা!

দাঁড়ান...আমি একটু ঘুরে আসছি...
বেশ।

অসংখ্য গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে।
গুঁড়ি নয়, কুমির।

কুমির? বলো কী? বোঝা তো যায় না!
বোঝার জন্য বুদ্ধি চাই।

টিনটিন! বাঁচাও!

ধন্যবাদ টিনটিন।
যাক, আর ভয় নেই।

মড়াত

ভয় পেয়ো না ক্যাপ্টেন...
গাছের ডাল ভাঙার শব্দ ।
ডিঙি পেয়েছি ।
আসুন ।
দেখুন...
হুঁশিয়ার ! দলে-দলে
কুমির আসছে ।
গুড়ুম
!
গুড়ুম
গুড়ুম
সবক'টাকে শেষ করব ।
না, কার্তুজ বেশি
নেই !
উঃ, এ-জঙ্গলের কি শেষ নেই ?
কাল শেষ হবে ।
পরদিন সন্ধ্যায়...
আজ এখানেই রাত কাটাব । ওই
যে পাহাড়, ওখানে আছে সূর্যমন্দির।

পরদিন সকালে...
এবারে রওনা হব। আরে, দড়িটা কোথায় পেলে ?
জঙ্গলে লতা থেকে বানিয়েছি। দরকার হবে।
ভীষণ স্রোত। আরও এগিয়ে গিয়ে নদী পার হব।
দু'দিন পরে...
এখানেই পার হতে হবে। দড়িটা ওদিকের পাহাড়ে আটকে দাও।
ঠিক।
হেঁইয়ো।
পেরেছি !
এ-মুড়ো গাছে বাঁধলুম. বলো, কে আগে যাবে ?
আমিই আগে যাব !
ছেলেটার সাহস আছে।
সাবধান, জোরিনো !
চলে আসুন।
এবারে আমি...
ওরেব্বাবা, পড়ে না যাই।
উঃ,মাথা ঘুরছে যে !

তাড়াতাড়ি চলে
এসো ক্যাপ্টেন।
টুপি সামলে তবে তো যাব।
পেরেছি।
এবারে আমার পালা।
বাবা রে, আমার
গা কাঁপছে।
ভয় পাসনে কুট্টুস...
...ভৌ ভৌ।
পটাস
?
সর্বনাশ !

টিনটিন।
টিনটিন।

একমাত্র ভরসা এই যে, টিনটিন একজন পাকা সাঁতারু।

নাঃ, ভেসে ওঠেনি।
!

সেনর টিনটিন মারা যাননি তো ?
বুঝতে পারছি না।

সম্ভবত মারাই গেছে। হে ভগবান, এ কী হল ?

কু-উ-উ !
?
?

টিনটিনের গলা। আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?
না, এ গলা আমিও চিনি !
ক্যাপ্টেন ! জোরিনো !

টিনটিন ! টিনটিন ! কোথায় তুমি ?
ভৌ ভৌ
জলপ্রপাতের পেছনে।

সে আবার কী করে হয় ?
এদিকে এলেই দেখতে পাবে।

?
আস্তে-আস্তে নেমে এসো...

এবারে নজর করো, জলপ্রপাতের মধ্য দিয়ে আমি একটা পাথর ছুঁড়ছি।

দেখেছ ?
!
!

নাও, এবারে একটা দড়ির মাথায় পাথর বেঁধে জলের মধ্য দিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দাও।
দিচ্ছি।

তৈরি থাকো। এখনই ছুঁড়ব।

চমৎকার !

এ-মুড়ো আমি বাঁধছি, ও-মুড়ো তোমরা বাঁধো!
বেশ !

বেঁধেছি।

এইবারে দড়ি ধরে এদিকে চলে এসো।
?

আমরা যাব কেন ? তুমি এসো।
না না, তোমরাই এসো। ভয় নেই জলের দেওয়াল খুব পুরু নয়।

ঠিক বলছ তো ?
হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো।

জয় মা।

দেখলে ?
!

এ কোথায় এলুম ?
বলছি আগে জোরিনো আসুক।

অবিশ্বাস্য ! অদ্ভুত ! তাজ্জব কাণ্ড !
এসো, জোরিনো।

শাবাশ !
!

আবার সবাই মিলেছি।
টিনটিন। আপনার লাগেনি তো?

একটুও না। জলে পড়ে স্রোতের টানে ঘুরপাক খেয়ে এখানে এসে পৌঁছে গেলুম।

আমার ধারণা, সূর্য-মন্দিরে ঢোকার এটা একটা গুপ্ত-পথ। এতই পুরনো যে, ইন্‌কারাও হয়তো এই গুপ্ত-পথের কথা ভুলে গেছে। দেখা যাক।

ওদিকে যে তিমিমাছের পেটের মতো অন্ধকার!
কিন্তু ফসফরাসের আলোয় পথ চিনে নিতে পারব!

চুপচাপ এসো। মনে হচ্ছে, লক্ষ্যে পৌঁছতে আর দেরি নেই।

ক্যালকুলাসের দেখা মিলবে।

কোথায় যাচ্ছি আমরা?

এগোলেই বোঝা যাবে।

পথ বন্ধ। আর এগোনো যাবে না।

ভূমিকম্পে ধস নেমে পথ বন্ধ হয়েছে। যদি না...
ভৌ! ভৌ!

পথ খুঁজে পেয়েছি।

কুট্টুস ডাকছে কেন, দেখি।

পথ আছে?
দেখা যাক।

পরিষ্কার ?
মনে তো হচ্ছে !
?
একটু এগোলেই বোঝা যাবে...আরে ?
কী হল ?
!
এই যে...সুপ্রভাত...ভাল আছেন তো ?
কথা বলছেন না কেন ? ও, বুঝেছি ।
কথা বলা আপনার পক্ষে সম্ভবই নয় ।
?
দ্যাখো কী পড়ল! সমাধিতে রাখা সব জিনিস।
দেখা যাক, ওদিকে কী আছে !
?
ইন্কা মমি । মনে হচ্ছে এটা একটা সমাধিক্ষেত্র ।
পাথরটা ঠেলে তোলা দরকার...অন্যদের ডাকি...একা পারব না ।
বাপ রে, এ যে মড়ার মাথা !
ক্যাপ্টেন... জোরিনো... এদিকে এসো ।
আসছি ।
জোরিনো, তুমি আগে যাও ।

ক্যাপ্টেন, বন্দুকটা দিন।
এই নাও।
বন্দুক নাও, টিনটিন।
এসো, জোরিনো।
এ তো দেখছি সমাধিক্ষেত্র।
হ্যাঁ, জোরিনো, অন্য পথ নেই।
এবারে আমার পালা।
!
?
পি-ই-ই-ই!
কুট্টুসের কাছ থেকে আওয়াজটা এল। ব্যাপার কী?
হাড়ের থেকে বাঁশির শব্দ।
হাড় থেকে বাঁশি বানিয়ে ইন্‌কারা সমাধিক্ষেত্রে রেখে দেয়!
কুট্টুস হাড় চিবোতে যাওয়ায় শব্দ বার হয়েছে।
ক্যাপ্টেন, এসো।
ওরেবাব্বা, এ যে সমাধিক্ষেত্র!
এ ছাড়া অন্য পথ নেই।
স্রেফ এই দুটো মমি দেখবার জন্য এখানে এলুম?
না, ক্যাপ্টেন। আমার ধারণা, এই পাথরটা সরালেই একটা পথ পাওয়া যাবে।
মারো ঠেলা।
হেঁইয়ো।
নড়েছে। নড়েছে। আরও জোরে ঠেলা লাগাও
!
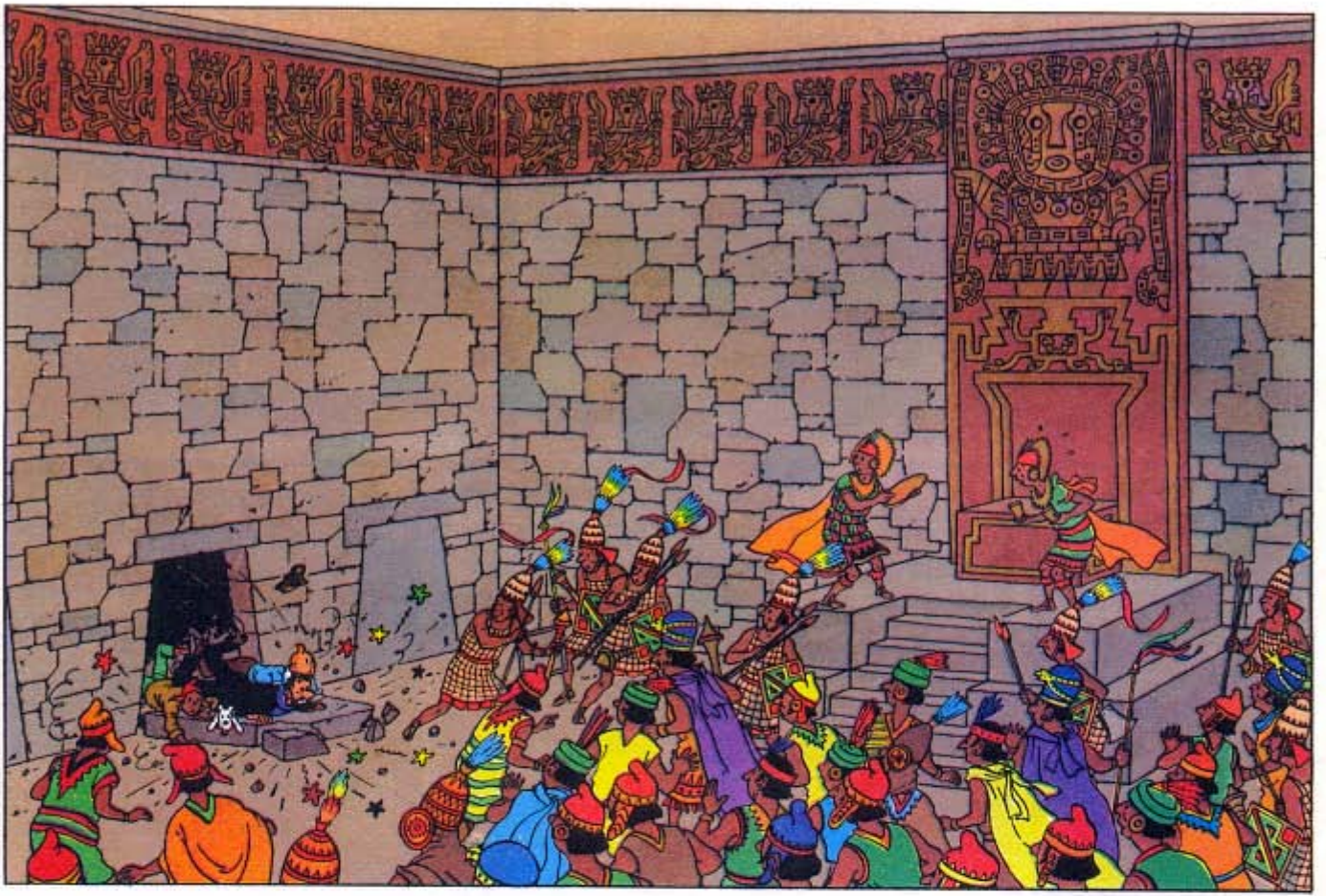
সবকটাকে বন্দি করো

খবরদার ! আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাচ্ছি ।

গাধা ! গণ্ডার ! টিকটিকি ! বেবুন !
উল্লুক ! বেল্লিক ! হনুমান ! মোষ !

বলি দেওয়ার আগে
বন্দি করে রাখো ।

!

হাতি ! জিরাফ ! জেব্রা ! পিঁপড়ে !
কেঁদো না জোরিনো...একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই...

কিন্তু কীই-বা ব্যবস্থা হবে !

আরে, পকেটে এটা কী ?

জাউগার সেই রেড ইন্ডিয়ান এই চাকতিটা আমাকে দিয়েছিল ।

...বিপদের সময় এই চাকতিটা কাজে লাগবে ।

কে জানে এই চাকতিটার জন্যই আমরা রক্ষা পাব কি না...

জোরিনো, এই চাকতিটা রাখো, পরে হয়তো কাজে লাগতে পারে ।

এসো...ইন্‌কা ডাকছেন ।
ওঃ, ইন্‌কা যেন লাটের ব্যাটা !

শান্ত থাকো ক্যাপ্টেন, রেগে লাভ নেই ।

ইন্‌কা !

বাঁ দিকে চিকিটো। পাচাকামাক জাহাজে ওকেই দেখেছিলাম ।

বলো বিদেশিরা, এই সূর্য-মন্দিরে তোমরা কীভাবে ঢুকলে ?

জলপ্রপাতের পেছন দিক দিয়ে আমরা এখানে ঢোকার পথ পেয়ে যাই ।

ঢুকে অন্যায় করেছ । এই অনধিকার প্রবেশের শাস্তি কী, সেটাও জেনে রাখো । মৃত্যু !

বা রে, তুমি বললেই আমাদের মরতে হবে ? ইয়ার্কি নাকি ?
ক্যাপ্টেন, শান্ত হও ।

সূর্যদেবের পুত্র, আমাদের ক্যালকুলাসের খোঁজে আমরা এ-দেশে এসেছি ।মন্দির অপবিত্র করবার কোনও ইচ্ছেই আমাদের ছিল না ।

রাসকার কাপাকের বালা পরেছিল তোমাদের বন্ধু । তাকেও আমরা বলি দেব ।

চালাকি নাকি ? আমাদের কাউকেই বলি দেওয়ার কোনও অধিকার তোমার নেই ।

বলি কি আমরা দেব নাকি ? স্বয়ং সূর্যদেব তোমাদের পুড়িয়ে মারবেন ।

আর এই বাচ্চা রেডইন্ডিয়ানটি স্বজাতিদ্রোহী । একেও বলি দেওয়া হবে ।

বাচ্চাটাকে যে ছোঁবে, আমিই তাকে বলি দেব ।
গর্‌র্‌

জোরিনো, চাকতিটা দেখাও তো !

?
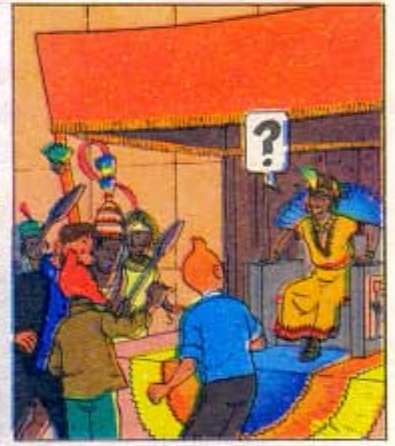
ওটা কোত্থেকে চুরি করেছিস হতভাগা ?

চুরি করিনি । ইনি আমাকে দিয়েছেন ।

ওরে বিদেশি, তুই-বা ওটা কোত্থেকে পেলি ?

উত্তরটা আমি দিচ্ছি ।
!

কালকের মধ্যেই ওরা সেটা জানাক। বাচ্চাটাকে মারব না। কিন্তু বন্দি করে রাখব।

নাঃ, গরাদ ভাঙা সহজ নয়।
?
তা ছাড়া
নীচেই খাদ।
কী করে পাইপ ধরাব ?
দেশলাই নেই।
আমার কাছে একটা
আতশ কাচ আছে।
তাতে আগুন জ্বলবে
জ্বলেছে।
নাও, এবার
পাইপ টানো।
বা রে, এ তো
ভারী মজা !
মজাই বটে ! ঠিক এইভাবে আগুন জ্বেলে
ওরা আমাদের পোড়াবে।
আর্কিমিডিসও এইভাবে
রোমান জাহাজে
আগুন ধরিয়েছিলেন।
যাচ্ছলে।
পড়ে গিয়ে
পাইপটা ভেঙে
গেল।
কাগজটা ছিড়ছিস
কেন কুট্টস ?
ওদিকে...ইউরোপে...
গোটা দক্ষিণ আমেরিকা চষে ফেলেও
টিনটিন, ক্যাপ্টেন কিংবা ক্যালকুলাসের
খোঁজ পাইনি।
এমনকী কুকুরটারও না।
এবারে আমরা অন্য পদ্ধতিতে
খোঁজ চালাব।
হ্যাঁ, একদম নতুন পদ্ধতি।
কী সেটা ?
শুধু আপনাকেই বলছি সার
...আর কেউ যেন না জানে...
হুঁ হুঁ বাবা, এ হচ্ছে প্রোফেসর
ক্যালকুলাসের পদ্ধতি।

কাগজটা কোথায় ছিল ক্যাপ্টেন ?
আগুন জ্বালাবার জন্য তুমিই তো ওটা আমায় রাখতে দিয়েছিলে ।
ভারী তো একটা কাগজ !
হুম, দেখা যাক ।
ভৌ । ভৌ ।
!?
কাগজটা দে, কুট্টুস ।
দে কাগজটা ।
দে বলছি ।
শিগ্‌গির দে ।
ওটা ছিঁড়িস না, কুট্টুস !
কী করছিস কুট্টুস, কাগজটা দে ।
আরে, না-নিয়ে ছাড়বে না !
পাইপটা মনে হচ্ছে জোড়া দিতে পারব ।
কী অদ্ভুত যোগাযোগ !
এ যে অবিশ্বাস্য !
???!!! ?! !+? = !!! :?X
জুড়েছি । টিনটিন এবারে...
ইউরেকা !
ব্যাপার কী ?
হিপ হিপ- হুর্‌রে !

ক্যাপ্টেন । আনন্দ করো । বেঁচে গেছি ।
বেঁচে গেছি । তার মানে ?

মনে হচ্ছে...নাঃ, আগেই সব বলব না...শেষকালে যদি...
আমি তো কিছুই...

শোনো ক্যাপ্টেন, পরে বুঝবে, এখন আমাকে বিশ্বাস করে কাজ করে যাও ।
বিশ্বাস তো করিই ।

করো তো ? বেশ । এবারে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো । কেমন ?

ওদিকে...

পেণ্ডুলাম জানাল, ওরা উঁচু জায়গায় আছে । কিন্তু কই, এখানে তো নেই ।

পরদিন সকালে...
কী, মৃত্যুর দিনক্ষণ ঠিক করলে তোমরা ?

করেছি । আঠারো দিন বাদে বেলা এগারোটায় আমরা মরতে চাই । সেদিন আমার বন্ধুর জন্মদিন ।
?

না, না, সেদিন মোটেই...
ধৈর্য ধরো ক্যাপ্টেন ।

ঠিক আছে, ওই কথাই রইল । প্রহরী, এদের এখন নিয়ে যাও ।

মিনিট কয়েক বাদে...
এবারে এই শেষ কটা দিন আপনারা রাজকীয় আরামে থাকুন ।

কী ব্যাপার, একটু বুঝিয়ে বলো তো !
এখন নয় । শুধু জেনে রাখো, ভয়ের কিছু নেই ।
ভয়ের কিছু নেই ? আঠারো দিন বাদে আমাদের পুড়িয়ে মারা হবে, আর বলে কিনা ভয়ের কিছু নেই ।
দিন যায়...
আর মাত্র সাত দিন বাকি । হা ভগবান !
পরদিন সকালে...
আর মাত্র ছ'দিন । কে বাঁচাবে আমাদের !
পরদিন...
পাঁচদিন পরে মরতে হবে, আর এখন কিনা ব্যায়াম হচ্ছে ।
কেন, ব্যায়াম করাটা কি দোষের ?
না, না, দোষের হবে কেন ? ঠিক আছে, আমিও দেখাচ্ছি ব্যায়াম কাকে বলে !
এক লাফে এই টেবিল পার হব ।
পেরেছি!
বাস রে !
এতে হাসির কী আছে, অ্যাঁ ?

মৃত্যুর মাত্র চারদিন বাকি...
লড়াই না-করেই মরব ? কভি নেহি । কিছু একটা করতেই হবে ।
কী করবে ?

আর মাত্র তিনদিন...
কী করব ? উপায় কী ?
লোকটা এত ঘুরপাক খাচ্ছে কেন ?

আর মাত্র দু'দিন...
দু'দিন বাদে মরতে হবে । তবু তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছ ?
মরব কেন ? বেঁচে যাব ।

আর মাত্র একদিন...
নাঃ, আর কোনও আশা নেই ।

সেই মুহূর্তে...
পেণ্ডুলাম বলছে, তারা নীচে রয়েছে...

পরদিন সকালে...
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা । অথচ তুমি কিনা কাগজ পড়ছ !

সুইস বিজ্ঞানীরা আন্দিজ পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছেন...বাস, পরের অংশ ছেঁড়া...

গরাদ ভেঙে পালাতে হবে ।

ঝড়াং...
ঝন...
ঝনাত...
?

এসো টিনটিন, লাফ দিয়ে পালাই ।
এত উঁচু থেকে লাফালে ঘাড় মটকে যাবে ।

ঠিক সময়ে এসে পড়েছি ।
যাচ্চলে । এখন উপায় ?
!
!

মৃত্যুর পোশাকটা পরে নাও।
আমি ? ওই বিদঘুটে পোশাক ? কভি নেহি।
আইন অমান্য কোরো না। পরে নাও।
প্রাণ থাকতে পরব না।
ক্যাপ্টেন, কথা শোনো!
জোর করে পরাও!
দড়াম
কভি নেহি!
CRAC
BOUM
কভি নেহি। এইভাবে মরতে আমি রাজি নই।
পালাতে হবে। পালাতেই হবে।
!
ক্যাপ্টেন, হাত-পা ভাঙেনি তো ?
কী যে হচ্ছে, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।
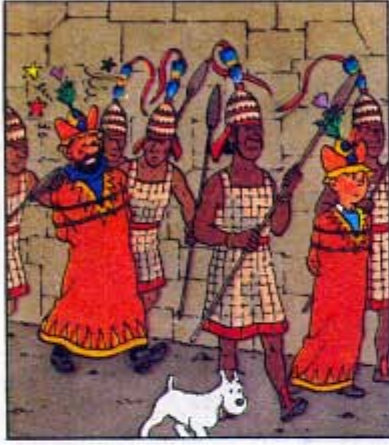
বুম ! বুম !
বাজনা কীসের ?
বিচ্ছিরি শব্দ ।

বুম বুম বুম বুম !

পাচারুরাম-পাচাকামাক –
বিরাকোচা –

কোহিনাপাক-চুরাসুঙ্কুই--

আরে, ওই তো
ক্যালকুলাস ।
ওঁকেও বেঁধে
পোড়াবে !

আরে, ক্যাপ্টেন যে ! কেমন আছ ?
দেখতেই তো পাচ্ছ !

আরে, টিনটিনও এসে গেছ দেখছি ।
আচ্ছা, আমরা এখন কোথায় বলো তো !
ইন্‌কাদের হাতে ।

সিনেমা ? তাই বলো । এদের সাজপোশাক
দেখলে কিন্তু সত্যিকারের ইন্‌কা বলেই
মনে হয় ।
এরা তো
সত্যিকারের ইন্‌কাই ।

হ্যাঁ, সাজপোশাক এদের
নিখুঁত । দারুণ অভিনয়
করছে ।
হা ভগবান !
ওদিকে...

বলিদানের মুহূর্ত এবারে আসন্ন ।

ওদিকে...
পেন্ডুলাম বলছে, তারা এখন
খুবই গরম কোনও জায়গায় ।

পুরোহিত, এবারে চিতার দিকে এগোও ।

ওর হাতে ওটা কী ?
আতশ কাচ । ওই দিয়ে কাঠে আগুন ধরাবে ।
বুঝলে?

ওদের পুড়িয়ে মেরো না ।

হে পাচাকামাক, তোমার ক্রোধের আগুনে ওই বিদেশিরা এবারে দগ্ধ হোক ।

ওহে হুয়াসকার, সূর্যদেব তোমার কথা শুনবেন না ।
?
?
গর্‌র্‌ ।

সূর্যদেব, ইঙ্গিতে জানিয়ে দাও যে, আমরা তোমার বন্ধু ।

চুপ কর, বিদেশি বদমাশ । সূর্যদেব তোদের বন্ধু নন ।

হে সূর্যদেব, এই মৃত্যু যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়, তা হলে তুমি মুখ ঢাকো ।
টিনটিনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।
কেন, তোমার টুপিটাও তো মন্দ নয় ।

ধন্যবাদ সূর্যদেব, মুখ ঢেকে তুমি জানিয়েছ যে, আমরা তোমার বন্ধু ।

আরে, সত্যিই তো ! টিনটিন কি জাদু জানে না কি ?

!

চমৎকার অভিনয়। সূর্যগ্রহণ দেখে কী চমৎকার পালাচ্ছে সবাই।

সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণ!
আরে, সূর্যগ্রহণ দেখে ঘাবড়াচ্ছ কেন?
ভৌ-ঔ ঔ...

বিদেশিরা আমাদের ক্ষমা করো। যা চাও দেব। শুধু সূর্যদেবকে আবার মুখ দেখাতে বলো।

তবে তাই হোক। ভয় পেয়ো না। সূর্যদেবকে এখনই আমি মুখ দেখাতে বলছি।
ভৌ-ঔ-ঔ

সূর্যদেব, এদের ক্ষমা করো। আবার দেখাও তোমার মুখ।
-ঔ-ঔ!

সত্যিই, সূর্যদেব ওঁর কথা শুনেছেন। এখনই ওঁদের মুক্ত করো।

দেখলে ক্যাপ্টেন। সেই কাগজের খবর।
অবিশ্বাস্য! অদ্ভুত!

আমাদের ক্ষমা করো সূর্যদেব।

নাচো হে, নাচো সবাই।
ছিঃ ক্যাপ্টেন। সূর্যদেবের বন্ধুদের আচরণ মর্যাদাব্যঞ্জক হওয়া দরকার।

!

ওদিকে...
পেণ্ডুলাম বলছে আবার উঁচুতে গেছে!

পরদিন...
তোমরা মুক্ত। আমার লোকেরা তোমাদের পাহাড়ের ওদিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।
একটা অনুরোধ আছে আমাদের।

আমাদের দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী আপনারই অভিশাপে অসুস্থ। তাঁদের আপনি সুস্থ করে দিন।

তারা আমাদের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেছিল। তাই তারা শাস্তি পাচ্ছে।

আসলে কিন্তু আপনাদের প্রাচীন সভ্যতার মহিমার কথাই বাইরের জগৎকে জানাতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

বেশ, তা হলে দ্যাখো কীভাবে তাদের যন্ত্রণার উপশম হয়!

এই মূর্তিগুলো তাদের প্রতীক। মূর্তির গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে তাদের যন্ত্রণা দিচ্ছি। যন্ত্রণা থেকে তারা মুক্তি পাবে।
মন্ত্রশক্তি। অবিশ্বাস্য! কিন্তু সেই স্ফটিকের গোলকের তাৎপর্য কী?

ওর মধ্যে থাকত ঘুম পাড়ানো ওষুধ। ঘুমন্ত অবস্থায় তারা আমাদের মন্ত্রশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হত।

আমাদের বিজ্ঞানীদের ঘুম-রোগ আর যন্ত্রণার রহস্যটা এবারে বুঝতে পারছি।
মূর্তিগুলো নষ্ট করে দাও।

সেই মুহূর্তে ইউরোপে...
আরে, এখানে আমি কী করছি?

হাসপাতালে শুয়ে আছি কেন?

কার্লিং, কী হয়েছে আমাদের?
আমিও তাই ভাবছি সন্ডার্স।

রিডবাক, তুমি?
ক্লার্কসন। কী ব্যাপার?
আমি এখানে কেন?

পরদিন সকালে...
আমরা তা হলে চলি, জোরিনো। আবার কখনও দেখা হবে।
বিদায় টিনটিন

বিদায়ের মুহূর্তে আমিও একটি অনুরোধ করব।
বুঝেছি। কিন্তু কোনও চিন্তা নেই...

সূর্য-মন্দিরের খোঁজ কাউকে আমরা দেব না।
আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, এ-ব্যাপারে আমি স্পিকটি নট।

আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনও এমন কোনও অভিনয়ে আমি অংশ নেব না।

ওরাই তোমাদের পথ দেখাবে।
আবার লামা।

লামার পিঠের গদিগুলো একবার খুলে দ্যাখো।

!
!

ওরেব্বাবা! সোনা! হিরে! মুক্তো!
!

সূর্য-রাজপুত্র, এই উপহার গ্রহণে আমরা অক্ষম।
অবশ্য যদি বলেন যে, নিতেই হবে...

আরে, সোনাদানা আমাদের অনেক আছে।
দেখবে এসো।

?
!
ঢোকো!

এদিকে...

দ্যাখো, স্প্যানিশ অভিযাত্রীরাও এই ঐশ্বর্যের খোঁজ পায়নি।
পেণ্ডুলাম বলছে, এখানে সোনা আছে।
দিন কয়েক বাদে...
এখান থেকেই ট্রেন ধরবেন আপনারা। আমরাও বিদায় নেব।
দাঁড়াও, বাপধনেরা।
বন্দুকটা একটু ধরো তো, টিনটিন।
কেন ?
ক্যাপ্টেন জল খাচ্ছে ? এই শীতের মধ্যে ?
তাই তো !
?
?
ব্যস, শোধবোধ হয়ে গেল !
সমাপ্ত